নারীর নিজের ঘর কোনখানে!

• মাহফুজা হিলালী

আঁধার কেটে দিনের প্রথম সূর্য প্রথম আলো ছড়ায়। হেসে ওঠে বিশ্বচরাচর। ছোট্ট ঘাস থেকে বটবৃক্ষ কেউ-ই বঞ্চিত হয় না সূর্যের সেই আনন্দরশ্মি থেকে। এমনি আনন্দেই বেড়ে ওঠে শিশু তার মায়ের কোলে। হেসে-খেলে বড় হয়। বড় তো হয়, বড় হলেই বিপত্তি– বিয়ে-সংসার। বলা হয়ে থাকে সংসার মানেই মানিয়ে চলা। তাই মানিয়ে নিতে হয় স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই। তবে বিয়ে মানেই সাধারণভাবে একটি মেয়েকে অন্য বাড়ি যেতে হয়। হয়ে যায় একটা বাপের বাড়ি, আরেকটা শ্বশুরবাড়ি। যদিও ছেলের ক্ষেত্রেও বাপের বাড়ি-শ্বশুরবাড়ি হয়, তবু একটি মেয়ের ক্ষেত্রে কোন বাড়িটি যে তার, এ নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানুষ চায় বাবার বাড়ির সব সত্তা ত্যাগ করে মেয়েটি যেন শ্বশুরবাড়িসর্বস্ব হয়ে ওঠে। কেউ তার বাড়ির ঠিকানা জানতে চাইলে শ্বশুরবাড়ির ঠিকানাই জানতে চায়। বাবার বাড়ির কথা বললে, তারা উল্টো প্রশ্ন করে, 'সে বাড়ি কি এখনো তোমার আছে?'– এ রকম প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় অনেক মেয়েকেই। কিন্তু যে বাড়িতে তার জন্ম, বেড়ে ওঠা, সেখানকার সম্পর্কের মানুষগুলো, তাকে কি পর করা যায়? প্রশ্ন হলো, 'পর' করে কেন 'আপন' করতে হবে! 'আপনজনের' সঙ্গে আরো কিছু মানুষ 'আপন' হলে তো সমস্যা নেই, বিরোধ হওয়ারও কথা নয়। এতে মেয়েটির মানসিক জায়গা সজীব থাকে। স্বাভাবিকভাবেই যে জায়গায় সে বসবাস শুরু করে, আস্তে আস্তে সেটি তার আপন ঠিকানা হয়ে উঠবে। কিন্তু বাবার বাড়ি তার পেছনের স্মৃতি হয় না, তার জীবনে সমান্তরালভাবেই গতিশীল হয়। তাই কোনো মেয়েই জীবন থেকে একে বাদ দিতে পারে না।

সবচেয়ে কষ্টের কথা– ধর্মীয় আইনেও বাবার বাড়িতে মেয়ের অধিকার অর্ধেক স্বীকার করা হয়েছে। অর্থাৎ যে বাড়িতে একটি মেয়ে বেড়ে উঠেছে কিংবা একটি বাড়ি গড়ে ওঠার সময় হয়তো একটি মেয়ের অনেক ত্যাগ স্বীকার ছিল, তিলে তিলে পরিশ্রম করে বাড়ির অন্দর-বাহির সাজিয়েছিল, সেই বাড়িতে তার অধিকার তার ভাইয়ের তুলনায় অর্ধেক। এ রকম পরিস্থিতিতে তো একটি মেয়ের বুক ফেটে যাওয়ার কথা। এ অসহায়ত্ব, এ সঙ্কট তার অস্তিত্বের, তার ব্যক্তিত্বের, তার অন্তরের। একটি মেয়ের মানসিক দ্বন্দ্ব এখানেই শুরু। মেয়েটি যখন বড় হয়, এ কথা তার মনে কখনই আসে না। আমার ধারণা, কোনো মা-বাবার মনেও আসে না। একটি মেয়ের ভরণ-পোষণ, আদর-যত্ন, ভালবাসা কোনোটাতেই ঘাটতি রাখেন না কোনো মা-বাবা। একই রকমভাবে, মা-বাবার সুখ-দুঃখের অংশীদারও হয় মেয়েটি। ধরা যাক, একটি মেয়ের মা-বাবা অনেক কষ্ট

সূর্য নারী-পুরুষ, ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র সবাইকে সমানভাবে কিরণ দেয়, মেঘ, বৃষ্টি, বাতাস কেউ-ই কোনো বৈষম্য রাখে না নারী-পুরুষের ওপর। যত বৈষম্য সব মানুষ সৃষ্টি করে। যে সৃষ্টিকর্তা মেয়ে এবং ছেলে সবাইকে সমানভাবে রোদ, বৃষ্টি, বাতাস দিচ্ছেন, তিনি কেন সম্পত্তির অধিকার মেয়ের জন্য অর্ধেক করে দেবেন!

করে বাড়ি বানাতে শুরু করেছেন। তারা হয়তো কোনো কোনোদিন ডাল-ভাত খেয়ে কাটাচ্ছেন, কোনো ঈদে হয়তো নতুন জামা পরতে পারছেন না– তাদের এই দুঃখযাত্রার সঙ্গী হয় মেয়েটিও। মেয়েটিও সমব্যথী হয়ে মা-বাবার সঙ্গে এগিয়ে চলে সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে। কিন্তু ভবিষ্যতে মেয়েটি তার ভাইয়ের মতো বাড়ির প্রতি সমান অংশীদারিত্ব দাবি করতে পারে না। অথচ তার ত্যাগও কিছু কম ছিল না। এখানে অংশীদারিত্ব মানে শুধু সম্পত্তিই নয়, এই বাড়িটি তো তার অন্তরের অংশ! ভালবাসার ধন! তবে কেন এখানে তার অধিকার থাকবে না! যদি এমন হয়, মেয়েটি বিয়ের পর অনেক অভাবে পড়ে, অথবা তার স্বামী মারা যায়, অথবা কোনো দুর্ঘটনা ঘটে তখন তার একটি বাড়ি দরকার হয়; কিন্তু বাবার বাড়ির যে অংশটুকু সে পাচ্ছে সেখানে তার থাকা চলে না। অথচ সে নিজে মা-বাবার সঙ্গে কষ্ট করে বাড়ি বানিয়েছিল এক সময়। যদি সমান অংশ পেত তাহলে মেয়েটি আর অসুবিধায় পড়ত না। আবার ধরা যাক, যদি অসুবিধায় না-ও পড়ে, যদি বাবার সম্পত্তির দরকার না-ও হয় তবু এই বাড়িতে তার মানসিক অধিকার তো দরকার। তাছাড়া তো সে অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। তার দাঁড়ানোর জায়গা কোথায়? একজন মানুষের অতীত যদি হারিয়ে যায়, সে তাহলে কিসের ওপর দাঁড়াবে!

শুরুতেই আমি সূর্যের আলোর কথা বলেছিলাম। সূর্য নারী-পুরুষ, ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র সবাইকে সমানভাবে কিরণ দেয়, মেঘ, বৃষ্টি, বাতাস কেউ-ই কোনো বৈষম্য রাখে না নারী-পুরুষের ওপর। যত বৈষম্য সব মানুষ সৃষ্টি করে। যে সৃষ্টিকর্তা মেয়ে এবং ছেলে সবাইকে সমানভাবে রোদ, বৃষ্টি, বাতাস দিচ্ছেন, তিনি কেন সম্পত্তির অধিকার মেয়ের জন্য অর্ধেক করে দেবেন!– এ আমার ব্যক্তিগত মত। কিন্তু মেয়েদের মনে এ নিয়ে কষ্ট হয়। সত্যি সত্যি একটি মেয়ে হতাশ হয়ে ওঠে তার চিরচেনা চিরআপন চিরভালবাসার বাড়িতে পা দিয়ে যখন তার মনে হয়, এ বাড়ি তার নয়। অথচ এই বাড়িরই মেয়ে সে; এখানেই কেটেছে বিয়ের আগের দিনগুলো; প্রতি সকালে প্রতি সন্ধ্যায় এই বাড়ির বাগানে, ফুলের টবে কিংবা তুলসী বেদিতে পানি দিয়েছে; অতিথি আপ্যায়ন করেছে; ঝড়-বৃষ্টিতে জানালা বন্ধ করেছে; ঘরের ঝুল ঝেড়েছে, কোথাও ময়লা হলে পরিষ্কার করেছে; কিছু নষ্ট হলে কষ্ট পেয়েছে; প্রতিটি সার্টিফিকেটে রয়েছে এই ঠিকানা। 'এই বাড়িটি তার নয়'– কথাটি বলার সঙ্গে সঙ্গেই তো তার মানসিক মৃত্যু হয়। এই বৈষম্যের কী শেষ হতে পারে না? ■

(মাহফুজা হিলালী : বাংলা সাহিত্যে পিএইচডি ডিগ্রিপ্রাপ্ত গবেষক-লেখক)